ধূর্জটিপ্রসাদের গল্প ঃ মাংসাশী মনের পথ্য

অলোক রায়

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৬১) গল্প-গন্থের সংখ্যা মাত্র একটি । জীবনের একটি অধ্যায়ে মাত্র অল্প কয়েকটি গল্প লেখেন তিনি। অসামান্য কিছু নয়। তবু গল্পকার ধূর্জপ্রসাদকে অগ্রাহ্য করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। মনীষার অধিকারি, অগাধ পড়াশোনা, ডায়লগে অনায়াসগতি, রসিক মানুষ। সবুজপত্রে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা। নিজেকে তিনি 'Pramathean' বা সবুজপত্রের দল' -এর মানুষ বলেছেন। বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ, তর্ক-প্রবৃত্তি, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার প্রবণতা, বুদ্ধিচর্চা ও কৌতুকবোধ--প্রথম চৌধুরীর কাছ থেকে হয়তো তিনি পেয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর ছোট গল্প সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। ''তাঁর গল্পের স্টাইল আর প্রবন্ধের স্টাইল একই। কিন্তু গল্পেতে একটা fantasy পাই। চারইয়ারি কথায় একটা ভুতুড়ে ভাব, নীললোহিতরে স্বয়ম্বর, বীণা বাই, ফরমায়েসী গল্পেও তাই, fantasy । স্টাইল এক, কিন্তু গল্প হলো তর্কের বাইরেকার জিনিস। সেখানে খামখেয়াল।'' 'রিয়ালিস্ট' গল্প-গ্রন্থে পঁাচটি গল্প আছে, তার মধ্যে একটির নাম 'ভূতের গল্প'। তবে নামেই ভূতের গল্প--আসলে স্নায়ুরোগেরচিকিৎসা-'স্নায়ু-দৌর্বল্যের পক্ষে একটু আধটু বৈচিত্র ভালই' -তবে পুঁটু মাত্রা ঠিক রাখতে পারেনি--তাই 'complete nervous breakdown ।' গল্প
বলার ঢঙটি আত্মজৈবনিক। আর সেই প্রচ্ছন্ন কৌতুক, প্রসঙ্গচ্যুতি, আবহসৃষ্টি -- হয়তো এদিক থেকে প্রথমীয় গল্পের নিদর্শন। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ সামান্য উপকরণের সাহায্যে একটি নিটোল গল্প রচনা করেছেন, অর্থাৎ যে গল্পের খুব স্পষ্ট একটা আদি আছে, মধ্য আছে, অন্ত আছে। প্রমথ চৌধুরী যাকে অ্যামেচার স্কলারশিপ বলতেন, তার নির্দশনও মিলবে গল্পটিতে যেমন -- ''কালো ঘেরা টোপের পর বোধহয় একটা চীনের ড্রাগন কিম্বা গারগইলের মতন একটা জন্তু আঁকা। এই ধরণের bizarre ও exotic চি আমার ভালো লাগে না। যখন সূক্ষচি ভোঁতা হয়ে যায়, জীবনস্রোতে ভাটা পড়ে, দৈনন্দিন সুপরিচিতের আস্বাদ মুখে রোচে না তখনই অদ্ভুত একটা কিছুরপ্রয়োজন হয়।'' ''জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান নেই, ইংরেজ কবি যা বলেছে, মৃত্যুটা নিদ্রা মাত্র, জার্মান কবি গ্যেটে যা বলেছেন-- The end of life.'' পুণ্ডরীকাক্ষ বা পুন্ড্র বা পুঁটু গল্প বলতে জানে -- সেই এনসিয়েন্ট ম্যারিনারের মতো গল্প বলার মধ্যে দিয়ে সম্মোহসৃষ্টি, যার ফলে ঘটে willing suspension of disbelief। তবে ধূর্জটিপ্রসাদের ভূতের গল্প তো রেমান্টিক ভাবপ্রেরণার সৃষ্টি নয়--তাই সম্মোহ সৃষ্টি করেই তাকে ভেঙে দেওয়া হয়। চার ইয়ারী কথার চতুর্থ গল্পের সঙ্গে মিল ও অমিল তুলনা করে দেখলে মজা লাগবে।

অমিলের কথাটাই হয়তো আমাদের মনে রাখা বেশি দরকার। নিজেকে কখনও প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য বললেও ধূর্জটিপ্রসাদ ঠিক গুবাদী মানুষ ছিলেন না। তাছাড়া দুজনে দুই সতন্ত্র যুগের মানুষ। বাইরে থেকে যেটুকু সাদৃশ্য দেখি তা অনেকটাই ভঙ্গিনির্ভর এক ধরনের কৌতুক দৃষ্টি। অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরীর মতো বৈঠকী গল্প লেখেননি তিনি, প্রমথীয় ফ্যান্টাসি রচনাতেও তাঁর আগ্রহ দেখা যায় নি। নিছক গল্প-বলা বা গল্প-লেখা কখনও ধূর্জটিপ্রসাদের উদ্দেশ্য ছিল না। অধিকাংশ সময়েই তাঁর মধ্যে কাজ করেছে একটা প্রতিবাদী মনোভাব, আর তাই তাঁর গল্পও যেন প্রবন্ধের মতো বক্তব্যনির্ভর নয়, বিতর্কমূলকও বটে। 'কেন লিখি' -- এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''আমার নিজের বিশ্বাস এই যে যখনই আমি চটে লিখেছি তখনই আমার লেখা সুখপাঠ্য হয়েছে। প্রেরণায় আমি বিশ্বাস করি না।.... গল্প নভেলের পিছনে রাগটাই প্রধান। অনুরাগের লেশ নেই।''

রাগ নিশ্চয় কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর নয়। বাংলা গল্প উপন্যাসের প্রচলিত প্রধান ধারার প্রতি তাঁর অপ্রসন্নতা স্পষ্ট। তাঁর মতামতের যথার্থ আপাতত আমাদের বিচার্য নয়। তবে এই সব মতামতের মধ্যে তাঁর সাহিত্যাদর্শের প্রকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ মনে হয় টাইপ সৃষ্টি করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথই বেশি, যতটা উচিত ছিল তার চেয়েও বেশি। অর্থৎ তিনি মোটেই impersonal নন।

[শরৎচন্দ্রের] ভাষা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সহজ সংস্করণ। তাঁর ভাববস্তুতে চিন্তার অংশ নিতান্ত কম ছিল; যতটুকু ছিল ততটুকু হৃদয়গ্রাহী কিন্তু মামুলি। এক ধরনের মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন, এই ছিল তাঁর শক্তির মূলধন। সহানুভুতি জিনিসটা খুব দামি। কিন্তু সেই অনুভবের পেছনে কোন বিশাল সমাজবোধ তাঁর ছিল না। আর সেটি না থাকলে আসে কণা, কৃপার বন্যা O Humanist, beware of piry.

নিতান্ত concrete ভাবে আজকাল বাংলা ভাষায় লেখ উচিত। রবিবাবুর প্রভাবে এত বেশি ভাব আসে যে তা থেকে দুরে থাকাই ভাল। .. আজকাল আমাদের নভেলিষ্টরা রূপকে concrete করতে গিয়ে realist কিম্বা naturalist করে তুলেছেন। ভাবের পরশ এখনও লেগে রয়েছে, তাই romantic

realism 'যেমন মানিক

বন্দ্যো'র লেখা। আমার বিশ্বাস, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত realist নয়' concrete হওয়া। concrete হওয়ার অর্থই হলো নিষ্ঠুরভাবে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া.....

ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পগ্রন্থের নার 'রিয়ালিস্ট' (১৯৩৩)। তিরিশের দশকে সাহিত্যে রিয়ালিজ্‌ম নিয়ে যে তর্ক বিতর্ক দেখা দেয় তারই প্রতিক্রিয়ার (চটে গিয়ে) মনে হয় ধূর্জটিপ্রসাদ প্রবন্ধনা লিখে গল্প লেখেন। রিয়লিজ্‌ম শব্দটি দর্শনে এবং সাহিত্যে সমার্থক নয়। 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) উপন্যাসে, ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায়, "একজন তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালের মানসিক অভিব্যক্তি দেখানোই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্তব জগৎ ও ভাবের রাজ্য থেকে পলায়নই হ'ল খগেনবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া, কিন্তু পলায়ন অসম্ভব।" এইখানেই মানবচরিত্রের দ্বৈততা - খগেনবাবুকেও তাই রিয়ালিস্ট বলতে বাধা নেই। --"এই হল রিয়ালিস্ট। কড়াপাকের মধ্যে নরমপুর, লজ্জা ঢাকবার আবরণ মাত্র। খানদানী ইংরেজের বাড়ির করিডোর লোহার মখোশ ও বর্ম পরে বল্লম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছোট ছেলেদের দুঃস্বপ্নের খোরক জোগাতে। খগেনবাবুর মুখোশ বুদ্ধিবাদ, হাঁপিয়ে উঠলেন, তাই অন্তঃসারশূন্যতার জন্য একটানেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, মুখোশ গেল টুটে, তারপর দে ছুট ! আবার নতুন কি মুখোশ পরবেন কে জানে ! কেবল মুখোশ পরিবর্তনই চলছে।" (আবর্ত)। তহলে রিয়লজ্‌মও কি মুখোশ!

'রিয়ালিস্ট' গল্পে সেই মুখোশ খুলে ক-বাবুর অভ্যন্তরকে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে হয়তো কিছুটা নির্মমভাবে। সুচনাতেই কথক জানিয়ে রেখেছেন-- "পৃথিবীতে রিয়ালিস্ট বলে কোনো মানুষ নেই, হতে পারে না, শুধু হতে চেষ্টা করে। অথচ এই অদ্ভুদ জীব কে কেন্দ্র করেই আমাকে ঘুরতে হবে।" টাইপ সৃষ্টির দিকে ধূর্জটিপ্রসাদের সব গল্পেই বিশেষ প্রবণতা দেখা যাবে। - "কোন জোরালো প্রবৃত্তির বশে ভাবুক-হৃদয় দিশেহারা হয়। কিন্তু ক-বাবু কবি নন, ভাবুকও নন। তঁার মতো লোকর প্রবৃত্তি যে থাকে না তা নয়, প্রবৃত্তি কর্মে নিযুক্ত হয় মাত্র। হৃদয়বৃত্তিগুলিকে এক বিশেষ কর্ম প্রণালীতে প্রবাহিত না করতে পারলে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। কিন্তু এ কাজে তাঁর দেরি হতো না, সেইজন্য তার সব ভাবই ক্ষণস্থায়ী হতো, অনেকটা যোগীদের মতন।" কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ভাব-মুহূর্তগুলির মধ্য দিয়ে ক-বাবুর যে- চরিত্র ফুটে ওঠে, তাকে রিয়ালিস্ট বলে ভ্রম হলেও, আসলে তা ইচ্ছাপুরণের প্রয়োজনে নিজের এবং অন্যের জীবন নিয়ে খেলা। মুমূর্ষু স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ, এমন কি শীতের সন্ধ্যায় তার ঘরের জানালা খোলা রেখে তাঁকে ওষুধ না দিয়ে স্ত্রীর মৃত্যুকে তরান্বিত করা - বাস্তববোধের নিদর্শন হলেও মনোরমার কাছে ক-বাবুর প্রস্তাব বাক্ সংযমের পরিচয় দেয় না। ক-বাবু মুখে যতই বলুন না কেন-- "আমি জীবনে রোমান্স চাই না, চাই সায়েন্স; ম্যাজিক নয়, লজিক।" কিন্তু কার্যত 'খুনী', অসচ্চরিত্র, বদমায়েশ'- এতো শুধু রিয়ালিস্টকে সহ্য করতে না পারার জন্য আদর্শবাদীর 'গালাগালি' নয়, আসলে ক-বাবুর নিজের মধ্যেই রয়েছে পিছুটান, আর তাই শেষে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে--"তাহলে কী দাড়াচ্ছে মনোরমাই রিয়ালিস্ট ও আমিই আইডিয়ালিস্ট।" হয়তো শ্রেণীভাগের কোনো প্রয়োজন নেই-- তবে রিয়ালিস্ট আত্মাঘাকে ভেঙে চুরমার করার মধ্যে একধরনের ছেলেমানুষী আছে। 'মনোরমা আদর্শ হিন্দু বিধবা' -- ক-বাবু এইটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকেননি। ক-বাবুর 'পর্যবেক্ষণ-শীল' দৃষ্টিতে মনোরমার যে-মূর্তি ফুটে উঠলো তা এই রকম-- "তাঁর ঠোঁটের কোণ দুটি টোপা ও আনত, যেন সেন্ট গডেন্সের বিষাদ ও সিবিলের দুর্জ্ঞেয়তার ষড়যন্ত্রে। গিয়াকন্ডার মুখের হাসি ধরবার জন্য নেপথ্যে মৃদু সঙ্গীতের আয়োজন ছিল গুজব আছে। এই মহিলাটির মনের পর্দার আড়ালে কী অশ্রুত কণ সুরের ব্যাঞ্জনা হয় জানবার জন্য ক-বাবুর ভীষণ কৌতুহল হল। তাঁর মনে হলো মনোরমা দেবীর সবই গুপ্ত। রহস্যময়ী প্রহেলিকাকে বোঝবার জন্য তিনি ব্যগ্র হলেন। তিনি সর্বপ্রকারে তাঁকে ঈক্ষণ করতে লাগলেন। সুযোগও মিলল যথেষ্ট, বৈঞ্জানিকের যেমন জোটে।"

ক-বাবুর বৈঞ্জানিক অনুসন্ধিৎসা ও তার পরিণাম কৌতুককর সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে জন্য ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পগ্রন্থটি পড়ে মন্তব্য করেন, " তোমার বইয়ের যে নাম দিয়েছ রিয়ালিস্ট তার মধ্যে বিদ্রুপের অট্টহাস্য রয়েছে। নিছক রিয়ালিজ্‌ম যে কত অদ্ভুত ও অসঙ্গত তা তোমার গল্পে ফুটিয়ে তুলেছে। মানুষ দুর্বৃত্ত হতে পারে স্বভাবতই, কিন্তু মানুষ রিয়ালিস্ট হবার জন্যে কোমর বাধঁলে সেটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েই। অর্থাৎ সেও হয় Unreal, তুমি তোমার গল্পে বারবার দেখিয়েছ আদর্শবোধে রিয়ালিজ্‌মের যারা চর্চা করে তারা একটি

ভঙ্গির সাধনা করে মাত্র, তারা নিজেরাও ভুলতে পারে না তারা রিয়ালিস্ট অন্যকেও ভুলতে দিতে চায়না তারা রিয়ালিজমের পুতুলবাজি করে।" গল্পগ্রন্থের নামকরণের মধ্যে শ্লেষ লুকিয়ে আছে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে রিয়ালিজ্‌মের নামে শুধু রিয়ালিজ্‌মের পুতুলবাজি' দেখা গেছে, এমন কথা বললেও কিছু বাড়াবাড়ি হয়। এইটুকুই বলা সম্ভব, ধূর্জটিপ্রসাদ সেকালে কথাসাহিত্যে রিয়ালিজ্‌মের নামে রোমান্টিসিজ্‌মের তথা রোমান্টিক রিয়ালিজ্‌মের চর্চা দেখে চটে গিয়েছিলেন। আর রোমান্টিক পুতুলবাজিকে বাস্তব নামে চালাবার চেষ্টা নিঃসন্দেহে অপচেষ্টা।

ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর গল্পে কবিত্ব পরিহার করেননি। কিন্তু সেখানেও কৌতুকদৃষ্টি--ফলে গল্প থেকে পটভূমি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়--অন্তত এই সব গল্পে 'নিষ্ঠুরভাবে নৈর্ব্যক্তিক' নন লেখক । বর্ণনায় নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষার চেষ্টা লক্ষণীয়--"দীর্ঘ ঝাউ গাছের গথিক উচ্চাভিলাষ, কাশগুচ্ছের সদাত্রীড়ারত আরোহীর শিরস্ত্রাণের পক্ষকম্পন এবং গোধুলির মন্দির অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্টতা মনকে যেমন কল্পলোকের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি পেট্রোলের ও কাদার গন্ধ, মোটরের হুঙ্কার ও 'ধূলাকেতু'র পুচ্ছ সম্মার্জন বর্তমান সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনকে নিষ্ঠুরভাবে সচেতন করে তোলে।" গল্পের নাম 'একদা তুমি প্রিয়ে', কিন্তু গল্পের নায়ক শুধু জীবনের বর্ণবৈভবকে অস্বীকার করে তাই নয়, অদ্ব্যর্থ ভাষায় বলে "যতক্ষণ না কল্পনাটাকে খাটাতে বলছ, ততক্ষণ সব করতে রাজী।" অর্থাৎ রিয়লিস্ট। 'অন্তঃশীলা পড়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর মনে হয়েছিল, লেখক আধুনিক বঙ্গমহিলার পক্ষপাতী নন। লেখক যে মেয়েজাতটাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, তার একাধিক প্রামাণ উদ্ধার করতে পারতুম, কিন্তু পাড়াকুন্দুলী নাম কেনবার ভয়ে বিরত হলুম।" 'একদা তুমি প্রিয়ে' কিম্বা 'পেমপত্র' গল্পে নায়িকার নাম নেই (নায়কেরও নাম নেই)--আসলে একটি টাইপকে ধরবার চেষ্টা করেছেন লেখক--"তোমার স্ত্রীর শ্রেণী যখন ঠিক করে দিয়েছি তখন তাঁর চেহারা ও চরিত্রের অনেকটা বলা হয়ে গিয়েছে ।"

এককথায় গল্প গুলিতে মেয়েরা 'silly'" ও "'sentimental"'। 'প্রেমপত্র'টি কি রকম-- "অমন লম্বা, অমন আবেল-তাবোল, অমন ভাবপ্রবণতার রসে ডোবান রসগোল্লা মার্কা চিঠি, অমন boring লেখা এক বাংলা মাসিক পত্রিকা ছাড়া অন্য কোথাও পড়িনি। উচ্ছাস, কেবলি উচ্ছাস, একটু ন্যাকামি, রেডিওতে নতুন ঢঙে যেন গজল শুনছি।"

অবশ্য লেখক যে শুধু 'মেয়ে জাতটাকে' শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না তা নয়, পুষদের প্রতি তাঁর সেই বক্রদৃষ্টি। বস্তুবাদি ও আদর্শবাদী পুষের দুটি টাইপ তাঁর গল্প উপন্যাসে বার বার ফিরে এসেছে। একদিকে সাংসারিক বুদ্ধির প্রতি মূর্তি কর্মতৎপর সফল পুষ, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, সুখ ও সাচ্ছন্দের প্রাচুর্যের অভাবে 'নেহ

াত গোবেচারি' নায়ক যার মধ্যে বন্ধুবাৎসল্য কর্তব্যজ্ঞান আদর্শবাদ প্রবল। তবে পুষ, বা নারী সকলেই 'অবস্থার ক্রীতদাস' বা 'ক্রীতদাসী'।

গল্প অর্থাৎ স্টোরি একটা আছে, কিন্তু তার উপন্যাসের মতোই সেখানেও 'study In temperament' প্রাধান্য পেয়েছে। 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পের কথক বলেন, ''গল্পের প্রয়োজন নেই। এই তিনটি চবিত্রে ঘাতপ্রতিঘাতেই গল্প তৈরি হবে। গল্পের অন্য অস্তিত্ব আছে না কি ? গল্প এরকম হয়েই গেচে অর্থাৎ এখন থেকে যে ঘটনা বিবৃত করব সেগুলি এই তিনটি চরিত্রের ক্ষেত্রে ঘটতে বাধ্য''। চবিতরেকে আশ্রয় গরেই বক্তব্যের উপস্থাপন। 'একদা তুমি প্রিয়ে' গল্পের নায়িকা স্বামীর বন্ধুর প্রেমে পড়তে পারে, কিন্তু পুনদ্ধারও সহজ এবং দ্রুত- ''তারপর তোমার স্ত্রী তোমাকেই [স্বামীকে] পূজা করতে আরম্ভ করলেন। সেবা আরম্ভ হলো। আলমারি থেকে লালপেড়ে শাড়ি বেরোল। ফলে পনেরো দিনেই তোমার ওজন বৃদ্ধি।'' প্রেমপত্র' গল্পেও বঙ্কুপত্নীর আত্মবিস্মৃতি এবং শেষে প্রত্যাবর্তন। এর মধ্যে বের্গস'র প্রসঙ্গ লেখকের রিয়ালিজ্‌ম ব্যাখায় খুব কার্যকর হয়েছে। নায়কের বস্তুবাদী-গর্ব ভেঙে দিয়ে বঙ্কু মন্তব্য করে--''ওরকম খোশমোদ স্ত্রীলোকে করলে সকলেই ব ার্গসনের শিষ্য হতে পারে। তুমিই আদৎ silly, তোমার বুদ্ধিবাদ সব pose -চাল। মেয়েটি তার সহজ অনুভূতি দিয়ে তোমার pose exposeu করেছিল।'' তাই গল্পের নাম হতে পারতো 'বার্গসনের বাহাদুরি' অথবা 'Pose Exposed' ।
অবশ্য ধূর্জটিপ্রসাদের সবগুলি গল্পেই নায়ক বা নায়িকার 'বোকামি-মাখানো কীর্তিকলাপ' cynic দৃষ্টিতে যেন ধরা পড়ে গেছে। 'বুদ্ধিগড়া নিজত্বটুকু অ্যালান পে া-এর গল্পের ঘূর্ণীর মধ্যে নৌকোর মতনই ভেঙে খানখান হয়ে গেল। ..... কী কুক্ষণেই বার্গসন পড়ি !'

জীবনের বিভিন্ন পর্বে রাসেল, বের্গস, ফ্রয়েড, মার্কস পড়েছেন ধূর্জটি প্রসাদ, এবং একমাত্র মার্কস ছাড়া আর সকলের 'খপ্পর' থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। যুক্তিবাদী তার্কিকের মন নিয়ে সব কিছু বিচার করার প্রবণতা কূপমন্ডুকতা পরিহারে সাহায্য করেছে। জীবনসায়াহ্নে সকৌতুকে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর একটি গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, ''বহুপূর্বে 'মনোবিজ্ঞান' নাম দিয়ে 'উত্তরা'য় একটা গল্প লিখি । অসিত হালদার -- আমার বহু পুরোনো বন্ধু রাগ করে চাঁদা ফেরত নিলেন। লিখেছিলাম ফ্রয়েডের বিপক্ষে, ভাবলেন স্বপক্ষে। ফ্রয়েড নিয়ে লিখেছি এত বাড়াবাড়ি, পছন্দ হয়নি। এখনও হয় না । অসিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রইল। তবু এখন অশ্চর্য লাগে। তার এত রাগ কেন হয়েছিল। এটাই ফ্রয়েডিয়ান ব্যাখ্যা।'' গল্পের নায়ক ফ্রয়েড ও ইয়ুং পড়ে স্ত্রীকে মনোবিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বগুলি বোঝাচ্ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া -- 'তোমার মনোবিজ্ঞানের পায়ে গড় করি। ঐ কুপ্রবৃত্তিগুলি সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল না, তোমরা নতুন করে মানব-প্রকৃতির ঘাড়ে চাপাচ্ছে ? যা কেতাব পড়বে তাই কি আমাকে শেখাতে হবে ? যার নিজের মন পাঁকে ভর্তি সে-ই সুন্দরকে কুৎসিত করে দেখে। তোমার কথা শুনে সরল সহজ সম্বন্ধের মূল্য দিতে ইচ্ছা করে না।'' এখানেও মায়কের মনোবিজ্ঞানচর্চার পিছনে আছে নিজেকে বাস্তববাদী করার আকাঙ্ক্ষা - সেই সঙ্গে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বৃত্তি । কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে সাপ
বেরোলে পালিয়ে বাঁচতে চান নায়ক। 'রোগীর ঘর রোগীর নিজের দেহের প্রতীক রূপ দেখা দিয়েছিল।'

--মনোবিজ্ঞানীর লেখা প্রবন্ধের এই লাইনটি স্ত্রীর মনে নায়কের বৌদির শুচিবায়ু মনোভাবের এক বিচিত্র ভাবার্থ জাগিয়ে তুললো। নায়কের বিজ্ঞানী মনোভাবের দফারফা। সন্তানের জন্ম শেষ রক্ষা করেছে --মধুরেণ সমাপয়েৎ, তবে একটা কাটা রয়েইছে -- ''ও সব আমি কিনতে পারবো না- কাঁথা, ফ্রক! ছিঃ বৌদি, বাস্তবের গুণছুঁচ ফুটিয়ো মা, তবে টাকার দরকার আছে বৌদি -- বৌকে উপহার দেবার জন্য নয়, বই কেনবার -- তবে Psycho-analysis এর বই কেনবার জন্য নয়।''

ধূর্জটিপ্রসাদের পছন্দ দোরোখা শালা। ফলে ঘটনার চমৎকারিত্ব তিনি পরিহার করেন না। কিন্তু ঘটনা নয়--চরিত্রও নয় -- মন্তব্য তাঁর গল্পের প্রাণ। 'রিয়ালিস্ট' গল্পের শেষে ক-বাবুর অন্তচিন্তা চরিত্রানুগ সন্দেহ নেই, তবে সেই সঙ্গে লেখক প্রদত্ত চরিত্র ব্যাখ্যাও বটে -- ''মনোরমা কি ? নিশ্চয়ই মনোরমা সেই টাইপের মেয়ে যারা পষের আদর্শকে পূজা দেবার ভান কোরে তাদের দাম্ভিকতা বাড়িয়ে দেয়, পুষ দাম্ভিক হলে আদর্শবাদী অর্থাৎ দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে মনোরমার মতো মেয়েরা কাজ গুছিয়ে নেয়। মুখে তার করে। কিন্তু

আনে পরে মনোরমা সেই টাইপের যারা দেখতে লাউ-ডগার মতো কোমল, যাকে বলে, উর্দুতে যাকে বলে 'নাজুক', যেন কোমলতা ভারে ভেঙে পড়ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাদের কোমলতা টেপওয়ারম্‌ ও কওয়রমের ষড়যন্ত্র, গ্ল্যান্ডের দরদ কিংবা স্বার্থসিদ্ধির রঙিন আবরণ মাত্র। তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে মনোরমাই রিয়লিস্ট ও আমিই আইডিয়ালিস্ট; তা কখনো হতে পারে না ?''

আমাদের আফসোস ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পের সংখ্যা কেন এত কম। অবস্য 'রিয়ালিস্ট' গল্পগ্রন্থের বাইরে তাঁর আরও কয়েকটি গল্প মাসিকপত্রের পাতায় ছড়িয়ে অ াছে। 'ধূর্জটিপ্রসাদ-রচনাবলীতে সেগুলির সথোন না হওয়ার কারণ পুঝতে পারি না। জীবনের প্রান্তভাগে যখন তিনি দিনপঞ্জী রচনা করেন (ঝিলিমিলি) তখন তার মধ্যে কয়েকটি গল্পের সূত্রাকারে উপস্থাপনা ঘটে--

যেমন --

১. একটি ছোটগল্পের প্লট মনে এলো। এক বিধবা মায়ের চার মেয়ে । তিনটির বিবাহ হয়েছে
সুবিধের নয়, ছোটটির হয়নি। অনেকদিন হয়ে গেল তবু বিয়ে হচ্ছে না, আনেক চেষ্টা করেও হচ্ছে না । কারণ কি ? মা চেষ্টা করেও নিষ্ফল হয়েছেন। মায়ের অসুখ করে, প্রত্যেকেরই অসুখ করে। গল্প এইটুকু। এই থেকে আরম্ভ.... শেষে মেয়েটিকে মা একদিন খেয়ে ফেললেন । কোথাও পড়েছি কি ?

দো- রোখা জামিয়ার; একটা সোজা অন্যটি বাঁকা। এই ধরনের লেখা ভাল লাগে। শরৎচন্দ্রের 'সতী'।

২. ধরা যাক, গল্পের ছাঁদ নেই, চরিত্রের আমেজ নেই। কেবল ঘটনা চলেছে। সময় অতিবাহিত
হচ্ছে । গল্প লেথকের মন একজোড়া চোখ যেন চাইছে না, যেন একটা সমগ্র চোখ চাইছে, এবং সেই প্রকান্ড

ঝিজনীন চোখ প্রতি জিনিষটি লক্ষ করে; বিষয়, আকার-প্রকার, আকাশ-বাতাস, আর প্রত্যেক বস্তুকে রূপ দিচ্চে। অথচ তার কোনো গুণ নেই, কোনো ভাব নেই। প ঠকের মনে এই ঝিজনীন চোখকে ফুটিয়ে তুলতে হবে উপস্থিতির দ্বারা, অর্থের সাহায্যে নয়। নব্য বাস্তববাদে এই ধরনের কথা পেলাম।

উপস্থিতির মধ্যে অর্থ থেকেই যায়, অর্থ থাকতে বাধ্য। অবশ্য লুকিয়ে রাখাই ভালো, নচেৎ ধর্মের আকার ধারণ করবে।

তবু এই ধরণের লেখা চেষ্টা করা যায়। বিশেষ চোখ নয়, সাধারণ চোখ। অর্থ নয়, উপস্থিতি ।

মৃত্যুর মাত্র তিন-চার বছর আগে তখনও ছোটগল্পের কথা ভাবছেন। লিখে উঠতে পারছেন না, কিন্তু লেখবার ইচ্ছা জগছে । সাহিত্যকে গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন, ফলে নিতান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিসাবে দেখলেও ধূর্জটিপ্রসাদের গল্পগুলি মূল্যবান। বাংলা গল্পের ধারাবাহিকতার ইতিহাসে তো বটেই, ধূর্জটিপ্রসাদকে বোঝাবার জন্য তাঁর গল্পের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া একান্ত কাম্য ।।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com